জীবনাবসান

দলের প্রবীণ সদস্য ও সর্বক্ষণের কর্মী উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড কমল মল্লিক দুরারোগ্য ক্যান্সারে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ অক্টোবর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও বারাসাতের কর্মী-সমর্থক-দরদি ও বহু সাধারণ মানুষ দলের জেলা দপ্তরে চলে আসেন। লোকাল কমিটির অফিস সংলগ্ন স্থানে উপস্থিত নেতা-কর্মী-সাধারণ মানুষ ও তাঁর আত্মীয়স্বজন কমরেড মল্লিকের মরদেহে মাল্যদান করেন।

প্রয়াত কমরেড কমল মল্লিক ১৯৮০ সালে নদীয় জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত নিজের গ্রাম ফুলকলমীতে দলের কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কর্মসূত্রে উত্তর ২৪ পরগণায় থাকা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ব্যক্তিগত কাজ ছেড়ে দিয়ে বারাসাত লোকাল পার্টি অফিসে থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই আজীবন দলের অফিসের টালির ছোট ঘরে স্থায়ীভাবে থেকেই দলের কাজকর্ম করেছেন। জীবনের শেষ দুই বছর তীব্র অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয়।

দলের কাজ তিনি খুব যত্ন নিয়ে করতেন। যতটুকু দায়িত্ব নিতেন একশো ভাগ পালন করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘ ৩৭ বছরের সংগ্রামী জীবনে তিনি অনেক দরিদ্র সাধারণ মানুষ ও পরিবারকে দলের চিন্তার সাথে যুক্ত করেছেন। নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও দলের আদর্শ নিয়ে গেছেন। জীবনের শেষ তিন-চার বছর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সিপিডিআরএস-এর নেতৃত্বে কাজ করেছেন। অসুস্থ শরীরেও তিনি সিপিডিআরএস-এর রাজ্য ও জেলা মিটিংগুলিতে অংশ নিতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অসাধারণ প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন।

১১ অক্টোবর বারাসাতে কমরেড কমল মল্লিকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ।

কমরেড কমল মল্লিক লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি থানার ইছর গ্রামের দলের প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড দয়াল বাউরী হাঁপানি সহ আরও কিছু দুরারোগ্য ব্যাধিতে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় সাময়িক সুস্থ হলেও হঠাৎ রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় ২৪ আগস্ট বাড়িতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পরের দিন ভোর থেকেই নেতা-কর্মীরা তাঁর বাড়িতে যান। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন চ্যাটার্জী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতারা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

৭০-এর দশকে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র অন্তর্গত কোল লোডিং লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে ন্যায্য মজুরি ও স্থায়ী কাজের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে কমরেড দয়াল বাউরী তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের আন্দোলনগুলিতেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকত। ২০০৫ সাল নাগাদ শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয়। যতদিন চলাফেরা করতে পারতেন ততদিন কাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও কমরেডদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরও যেন তাঁর বাড়িতে কমরেডদের যাতায়াত থাকে। খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেলেও দলের মুখপত্র গণদাবী ও পুস্তিকা খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর গ্রামের মূল সড়ক মড়পতলে ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতিতে জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জির সভাপতিত্বে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড দয়াল বাউরী লাল সেলাম